



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1068 - 1072

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলার রাজনীতিতে ভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার নায়ক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

অরিন্দম মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: arindam05071979@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Jogen Mandal,
Namasudra,
Dalits
Movements,
Congress,
Muslim, League,
Upper caste
hindu, Musalman.

Abstract

The political elite in East Bengal were drawn largely from an emerging middle-class lawyers, teachers and journalists- not landlords and tribal chieftains. Bengalees were divided into so many caste, creed and groups. A sizeable nationalist served our nation for uprooting the colonial power. Jagendranath Mandal was a prominent scheduled caste leader from Bengal and a significant figure in South Asian political history in mid twentieth century. After completing his study, Jogen Mandal practised law briefly but soon he entered politics to fight caste discrimination and advance the rights of Dalits. He was a teaching figure in organising the scheduled caste in Bengal and became a member of the Bengal legislative Assembly in 1937 as an independent candidate. He founded and led the Bengal branch of All India Scheduled caste freedom. Jagen Mandal also worked closely with national leaders like B.R Amedkar to secure political space for dalit. But a significant change in his political ideology has been seen in late 1930's and 1940's. He started to believe that alliance with Muslim league would best serve Dalit interest in Bengali's communal politics. After partition of India he migrated to Pakistan and served as 1st minister of law and labour of Pakistan Government. History cannot remain silent on this political action of Jagendranath Mandal. He emerged as a major leader of namasudra community, advocating for social equality and political representation. He also believed that muslim-dalit co-operation could protect marginalised untouchable hindus in muslim majority Bengal. Being a nationalist, he changed his outlook. He gradually understood that the upper caste hindus dominated congress politics and they are not so much worried about scheduled castes, namasudras and Bengali peasants. That is why Jogen Mandal left Indian national congress and gradually became the align of muslim league because he hoped that Dalits would gain safety and equality. But he became disappointed within a few days of becoming cabinet minister of Pakistan. In 1950, he resigned from the ministry and returned India and a great chapter of namasudra movement came into an end.

Discussion

উপনিবেশিক কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়। আর এই আবহে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ একটি ভিন্ন আখ্যান হয়ে ওঠে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ইউরোপের জাতীয়তার ধরনও বারে বারে তুলনায় চলে আসতে শুরু করে। ভারতীয় সভ্যতার ও জাতীয়তাবাদের লেখালেখিগুলি আর জি ভাণ্ডারকার ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় ভ্রমাবস্থায় থাকলেও তার পূন্য অবয়ব কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ‘হিন্দু স্বরাজ’ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দিককার নিবন্ধগুলিতে এবং জহরলাল নেহেরুর ‘ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থে চূড়ান্ত প্রকাশ পেয়েছে।^১ অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী লড়াই ভারতীয় ইতিহাসের মূল ক্ষেত্র। বর্ণভেদ প্রথা ও জাতিভেদ ব্যবস্থার যে দ্রুত ইতিহাস প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বহন করে তা আমাদের স্বাধীনতা পর্যন্ত এমন কি বর্তমান সমাজেও মারাত্মক ভাবে বিরাজমান। বিংশ শতকের শুরু থেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতি-পাতি, লিঙ্গ, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলি খুব জটিল ও বহুস্তরে আলোচিত হতে থাকে। প্রাক-উপনিবেশিক ক্ষমতা ও সম্পর্কের ভারসাম্য ভেঙে পড়লেও মানুষ তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও নৈপুণ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন পেশাকে বেছে নিয়ে সমাজকে গতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছিল।^২ বিংশ শতকেও বাংলাদেশের একটা বড় অংশের মানুষ জাতিভেদ ব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বেশিরভাগ মানুষ পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। ১৮৭২ সালের বাংলার সুমারিতে দেখা যায়, ১ কোটি ৭৫ লাখ হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ রয়েছে মাত্র ২৩ লাখ মুসলমানদের মধ্যে মোঘল-পাঠান-শেখ-সৈয়দ ছিল সাধারণ মুসলমান ও অস্পৃশ্য বা প্রায় অস্পৃশ্য সনাতন বাঙালি। বাংলায় ১৮৯১ খ্রিঃ মোট জনসংখ্যার ৯৪ ভাগ এবং ১৯২১ খ্রিঃ মোট জনসংখ্যার ৯৩ ভাগ ছিল গ্রামীণ সাধারণ জনগণ। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৩৭ সালের প্রথম নির্বাচনের সময় থেকে জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগ স্পষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যেভাবে ভেদ রাজনীতির এই যোর সংকটে তফসিলি দলিত, নমঃশূদ্রদের নিয়ে যে কয়জন বাঙালী জাতীয় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যিনি বাঙালি মননে যোগেন মণ্ডল নামেই অধিক সমাদৃত।

এই রকম সামাজিক বণ্টনের একটি জটিল সন্ধিক্ষণে ১৯০৪ খ্রিঃ ২৯শে জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত মোস্তারকান্দি গ্রামে যোগেন মণ্ডলের জন্ম হয়েছিল।^৩ তাঁর পিতা ছিলেন রামদয়াল মণ্ডল, মাতা সন্ধ্যা দেবী এবং সহধর্মিণী ছিলেন কমলা দেবী। ১৯২৪ খ্রিঃ তিনি নিজ জেলার বাথী তারা ইনস্টিটিউশান থেকে মাধ্যমিক পাস করেন, ১৯২৬ খ্রিঃ বি এম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯২৯ খ্রিঃ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তিনি কোলকাতায় আসেন আইন পড়াশুনা করতে। ১৯৩৪ খ্রিঃ তিনি কোলকাতা থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী চন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর কাছে জুনিয়র হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে কোলকাতা থেকে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে বরিশালে কুলদারজুন দাসগুপ্তের সহযোগী আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন।^৪ বরিশালে আইন ব্যবসার কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরেই জেলায় দ্রুত তাঁর নাম যশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া নমঃশূদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি দ্রুত সামাজিক ট্যাবু বা গণ্ডিগুলিকে অতিক্রম করতে শুরু করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশে যুবক যোগেন মণ্ডল অত্যন্ত দ্রুত একজন দায়িত্বশীল নাগরিক ও তফসিলি নমঃশূদ্র আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন এবং মাত্র ৩২ বছর বয়সেই তিনি জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৫ খ্রিঃ ভারত শাসন আইন বলে নির্বাচক মণ্ডলীর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আইনসভার আসনগুলির বেশিরভাগটাই গ্রামের জনগণ দ্বারা নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। হিন্দু আসনের মাত্র ১২টি এবং মুসলমান আসনের মাত্র ৬টি ছিল শহর এলাকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবার জন্য নির্ধারিত। বাকি বেশিরভাগ আসন ছিল গ্রামীণ এলাকার জন্য নির্ধারিত। ফলে নির্বাচন পদ্ধতির এই সংস্কার বাংলার রাজনীতিকে কোলকাতা ও ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলার গ্রামগঞ্জের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।^৫ বাংলাদেশে সেই সময় দরিদ্র মুসলমান ও দলিত নমঃশূদ্ররাই ছিল বেশি সংখ্যায়। যোগেন মণ্ডলের বাকেরগঞ্জ জেলায় ১৯১১ সালে হিন্দুদের ৪৫% ছিল নমঃশূদ্র দলিত।^৬ উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই বিংশ শতকের প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও

খেটে খাওয়া সাধারণ মুসলিম জনগণ শিক্ষার দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করেছিল। নমঃশুদ্দ সম্প্রদায়ের যোগেন মণ্ডল ছিলেন এঁদেরই প্রতিনিধি। জীবনের শুরুতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ ও জাতীয় কংগ্রেসের চৌহাদির মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। পরের দিকে যদিও যোগেন মণ্ডল নেতাজি সুভাষ বোসের অনুগামী হয়ে রাজনীতি করেছিলেন। তবে ভারতবর্ষের রাজনীতি তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তর্ধান এবং কংগ্রেসি রাজনীতিতে বর্ণ হিন্দু আধিপত্যপাত ও বি আর আম্বেদকারের প্রজ্ঞা তাঁকে শুধুমাত্র দলিত নমঃশুদ্দ সম্প্রদায়ের স্বার্থ, উন্নয়ন ও চেতনার বিকাশের কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল। যদিও এজন্য ইতিহাসের আধুনিক ডিসকোর্স বা আলোচনায় তাঁকে সাম্প্রদায়িক তকমা দেগে দেওয়া হয়।

সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যোগেন মণ্ডলকে অনেক বেশি প্রাজ্ঞ এবং যুক্তিবাদী তৈরি করেছিল। অল্প বয়সে ১৯৩৭ খ্রিঃ নির্বাচনেই তিনি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ খ্রিঃ জুন মাসে তিনি সুভাষ বসুকে বরিশালে এনেছিলেন এবং এক বৃহৎ সম্মেলনে ভাষণ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বোসের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও জাতীয়তাবাদ তাঁকে উদ্দীপিত করলেও যোগেন মণ্ডলের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও দার্শনিক অবস্থান ছিল যা বাংলাদেশের খেটে খাওয়া দলিত হিন্দু ও নমঃশুদ্দের পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক, মুসলিম, জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টির সাথেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থেই তিনি নিম্নবর্ণের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে রাজনীতিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তাঁর দ্রুত মোহভঙ্গ হয়েছিল। ফলে মূল ধারার জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বা রাজনীতিতে হিন্দু ভদ্র সমাজের আধিপত্যবাদকে তিনি সার্বিক বিকাশের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তিনি অনুভব করেন ভারতবর্ষে দলিত ও মুসলমানরা হল প্রধান দুই নিপীড়িত সম্প্রদায়। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে এই জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের হাতে নিম্নবর্ণীয় পিছিয়ে থাকা মানুষ কতটা উন্নয়ন পাবে, তা নিয়ে সংশয় ছিল। বলা ভালো বরিশালের নিম্ন সম্প্রদায় ও সমস্ত মুসলমানদের মধ্যেই সংশয় ছিল। তারই পরিণতিতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বর্ণ হিন্দু, বড়লোকের প্রতিনিধি সরল কুমার দত্তকে সাধারণ মানুষ নির্বাচনে হারিয়ে দেন এবং যোগেন মণ্ডলকে জয়ী করেন।^১ এই জয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। ফলে যোগেন মণ্ডল খুব দ্রুত বি আর আম্বেদকারের ঘনিষ্ঠ হলেন। বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার ও আন্দোলন এই সময় নমঃশুদ্দ সমাজের কাছে অলৌকিক হয়ে ওঠে। পাশাপাশি প্রমাণ হয় বাংলায় কংগ্রেসের হিন্দু ভোট ও সমর্থন দুই কমেছে এবং দলিত – তপসিলিদের উত্থান ঘটছে। তাঁর এই জয় ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর খুড়তুতো ভাই জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দিনকে পটুয়াখালি আসনে পরাজিত করে কৃষক প্রজাদের প্রতিনিধি ফজলুল হকের রায়ের সাথে তুলনীয়। সমাজে যোগেন মণ্ডলকে ছোটলোকদের একটি নতুন রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তবে মাথায় রাখা দরকার স্বাধীনতার দশ বছর পূর্বে একজন নমঃশুদ্দ তপশিলি নেতার খুব স্বাভাবিক রাজনৈতিক সত্তা হবার কথা ছিল কংগ্রেসি রাজনীতি। অথচ যোগেন মণ্ডল কংগ্রেসের সুগম মসৃণ পথ ভুলে মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করার মত কঠিন বাস্তবকে বেছে নিয়েছিলেন। বরিশালে খান বাহাদুর হাসেম আলী খান এবং খান বাহাদুর ইসমাইল চৌধুরির সমর্থন যোগেন মণ্ডল পেয়েছিলেন। পাশাপাশি দুর্গামোহন সেনের মত বর্ণ হিন্দুরাও তাঁকে সমর্থন করেছিল।^২ ভারতীয় রাজনীতির জটিল সমীকরণে এভাবেই ভোট রাজনীতিতে তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন। এরপর ১৯৪৩ খ্রিঃ নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় যোগেন মণ্ডল সমবায়, ঋণ ও পল্লী দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক মন্ত্রী হন।^৩ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই মন্ত্রিসভায় যোগেন মণ্ডল দাবি-দাওয়া করে আরও দুই তপশিলি প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরা হলেন প্রেমহরি বর্মণ ও পুলিন বিহারী মল্লিক। নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় তিনজন মন্ত্রী তথা ২১ জন তপসিলি সদস্য বাংলার রাজনীতির দরকষাকষির জায়গায় পৌঁছে যান এবং তপসিলিরা একটা ‘প্রেসার গ্রুপ’ হয়ে ওঠে। তাঁরা শিক্ষাখাতে তপসিলিদের জন্য আলাদা বরাদ্দের দাবি জানিয়েছিলেন এবং সরকারি চাকরিতে তপসিলিদের আলাদা শূন্য পদ তৈরি করে নিয়োগ করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষার দাবি জানিয়ে গ্রাম বাংলায় তপসিলিদের অর্থনৈতিক উন্নতির দাবিও জানিয়েছিলেন।

যোগেন মণ্ডল অগাধ আন্দোলনের সময় থেকে বাংলার রাজনীতিতে নতুন তারা হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই সময় থেকে আম্বেদকারের সাথে সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তপসিলিরা ক্রমশ

ভোট রাজনীতিতে এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশেষ করে বাংলার নমঃশুদ্র ও গরিব মুসলমানদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি, উৎপাদনে আঘাত, উপযুক্ত শ্রমিক মূল্য না পাওয়া বিষয়গুলি যোগেন মণ্ডলকে চিন্তিত করে তুলেছিল। পাশাপাশি বাংলার তথা দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন তিনি চেয়েছিলেন। বর্ণ-হিন্দুদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার বলে তিনি মনে করতেন। এজন্য তিনি নমঃশুদ্র তথা নিম্ন মুসলমান সমাজের শিক্ষার প্রয়োজন ও রাজনীতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। ১৯৪৫ খ্রিঃ ২৪ ও ২৫ শে এপ্রিল যোগেন মণ্ডল গোপালগঞ্জের সমাবেশে তপসিলিদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে জেগে ওঠার ডাক দেন। যোগেন মণ্ডলের এই আহবান অনেকটাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মত রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা বলা যেতে পারে। ঐ সময়ে দলিত নেতৃত্ব বিশেষ করে আম্বেদকর জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের এই অবস্থান সমর্থন করেছিলেন যে ভারত উপমহাদেশে পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বার দাবিকে সমর্থন করে।^{১০} যোগেন মণ্ডল ১৯৪৬ খ্রিঃ সোহাদারির মন্ত্রীসভাতেও গৃহ নির্মাণ, পূর্ত ও বিচার বিভাগ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলিয়েছেন এবং বাংলা প্রশাসনে তপসিলিদের জন্য নিরন্তর কাজ করে গেছেন।

১৯৪৫ খ্রিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পথ ও উপায় অবলম্বন করতে শুরু করেছিলেন। এবং সেই মতো ক্রিমেন্ট এটলিগ ঘোষণাও দিয়েছিলেন। সাড়া দেশে দেশভাগের মত কলঙ্কময় বিষয় আলোচিত হতে শুরু করে। পাশাপাশি বাংলাভাগের প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। প্রথম পর্বে যোগেন মণ্ডল বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন বাংলার যে অংশ পাকিস্তান হবে সেখানে ৮০ ভাগ হিন্দুই তপসিলি, কৃষক ও মৎসজীবী দরিদ্র মানুষ বাস করে। তবে বর্ণ হিন্দু নেতারা বা হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস নেতৃত্ব বাংলা ভাগের পক্ষে মত দিয়েছিল। এ সময় শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায়, সত্য রঞ্জন বস্তুির মত কিছু কংগ্রেস নেতা অবশ্য বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিল। তবে জাতীয় কংগ্রেসের দেখানো পথে হেঁটেই ১৯৪৭ খ্রিঃ ৪ঠা এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে সব জেলা ইউনিয়নে থাকতে চায় তারা থাকতে পারে।^{১১} অর্থাৎ বাংলা ভাগের পক্ষেই বঙ্গ কংগ্রেস মত দিয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ ২১শে এপ্রিল দিনিলিতে যোগেন মণ্ডল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং সাড়া বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামে, গঞ্জে, মফঃস্বলে, শহরে নানা সমাবেশে দেশভাগ বিরোধী অবস্থান ঘোষণা করে প্রচার, পুস্তিকা ইত্যাদি চালিয়ে যান। বরিশাল, ফরিদপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, সিলেট, নোয়াখালী, কলকাতাসহ বিভিন্ন এলাকায় তিনি রাজবংশসহ দলিত মুসলমান ঐক্যের কথা এবং অখণ্ড বাংলার কথা বলেছেন। তবে ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৭ খ্রিঃ মতুয়া নেতা পি আর ঠাকুর যোগেন মণ্ডলকে এমন এক ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যা ভারতভুক্ত হবে।^{১২} প্রসঙ্গত বলা দরকার দাঙ্গার দিনগুলিতে যোগেন মণ্ডল হিন্দু শূদ্র ও মুসলমানদের লড়াই করা উচিত নয় বলে প্রচার করেছেন। সেই সময়কার যোগেন মণ্ডলের প্রচারের মূল কথা ছিল শূদ্র ও মুসলমানদের দুঃখ, কষ্ট, আয়-ব্যয়, চাষ-আবাদ, মাছ ধরার নৌকা, অসুখ বিসুখ, চোঁচামেচি, ডাকাডাকি, কথাবার্তা প্রায় সব কিছুই একই রকম। তাহলে কোথাও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হলে শূদ্ররা গিয়ে বামুন কায়েতের লেঠেল হবে কেন?^{১৩} দাঙ্গা ইতিহাস আলোচনায় কোলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথাও আবশ্যিক ভাবে আলোচিত হয়। কোলকাতার এই দাঙ্গা নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁর দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস গ্রন্থে হিন্দু নিধন যজ্ঞের কথা বলেছেন। কোলকাতার দাঙ্গার পর সোহারাওয়াদী মন্ত্রীসভা ভীষণ চাপে পড়ে গেলে যোগেন মণ্ডল চারজন কংগ্রেস সদস্য ও চারজন অস্পৃশ্য সদস্যের সমর্থন জোগাড় করে দেন বলেই মন্ত্রীসভার পতন রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালী দাঙ্গা হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল তা নিরসন করা একা যোগেন মণ্ডলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বরং বলা ভালো পরবর্তী হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে তিনি আর জোড়া লাগাতে পারেন নি। কোলকাতার দাঙ্গার পরে নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে, যোগেন মণ্ডল মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসেবে সেই অন্তর্বর্তী সরকারে ছিলেন। এই ঘটনায় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে তিনি সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছিলেন এবং হিন্দু নেতৃত্বের অনেকেই যোগেন মণ্ডলের পদত্যাগের দাবি করেছিলেন। তবে তিনি তাঁর স্পষ্ট অভিমত জানিয়ে জাগরণ পত্রিকায় বলেছিলেন।^{১৪} এই দাঙ্গা কোনো সাম্রাদায়িক দাঙ্গা নয়, এটা হল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার রাজনৈতিক যুদ্ধ। এই দাঙ্গায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলার দলিতদের অর্জন করার মত কিছু নেই, পূর্বের মতই

তারা উভয়ে একই আর্থ – সামাজিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে। তিনি তফসিলি হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যের স্বপ্ন দেখলেও আসলে কিন্তু দলিত ও মুসলমানরাই এই দাঙ্গার শিকার হয়েছিল।

বঙ্গপ্রদেশ জুড়ে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা তপসিলি তথা রাজবংশী ও নমঃশূদ্রদের হয়ে প্রতিপন্ন করা ও সামাজিক শোষণের ফলে তিনি ব্যথিত ছিলেন। উপরন্তু হিন্দু মহাসভা ও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য যে তির্যক মন্তব্যগুলি করা হত তা তাকে আশাহত করে। ফলে দ্রুত জিন্নাহর প্রধান এক রাজনৈতিক সহযোগীতে পরিণত হন। মহম্মদ আলি জিন্নাও যোগেন মণ্ডলকে পাশে পেয়ে মুসলিম লিগের বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক সত্তার দাবিকে জোরালো করেন। লিগ যে শুধু ইসলামের আশা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করবে তা নয়, লীগের নেতারা তপসিলিদের দাবি – দাওয়াকেও শ্রদ্ধা করে। অন্যদিকে যোগেন মণ্ডলও প্রচার করতে থাকেন বাংলার নমঃশূদ্র ও দলিতরা সামাজিক ন্যায় বিচার না পেলে এবং পৃথক রাজনৈতিক সত্তা তৈরি করতে না পারলে স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে হবে না। কেননা যোগেন মণ্ডল লক্ষ্য করেছিলেন স্বাধীনতার প্রাক – মুহূর্তে যেখানে মুসলমান মাতবব্বদের সংখ্যা ও শক্তিতে বেশি ছিল যেখানে হিন্দু মহাসভা কর্মীরা আদিবাসী শ্রমিক ও ভাগচাষীদের মুসলমানদের জমিতে কাজ না করার জন্য ক্রমাগত উস্কানি দিতে থাকে।^{১৫}

Reference:

১. শেখর, বন্দ্যোপাধ্যায়, উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি, বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২ – ১৯৪৭, বাঙালনামা, ২০০৯, পৃ. ১
<http://bangalnama.wordpress.com/2009/08/31/unnayan-bivajan-jati-namasudra-anolon>
২. পারভেজ, আলতাফ, যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২০
৩. তদেব, পৃ. ২০
৪. সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা
৫. চ্যাটার্জি, জয়া, বাংলা ভাগ হল, অনুবাদ, আবু জাফর, ইউ.পি.এল. ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৭৮
৬. বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বি. ভলিউম, বাকেরগঞ্জ, স্ট্যাটিস্টিক্স, ১৯০০-১৯০১ থেকে ১৯১০- ১৯১১, কোলকাতা, ১৯১৪, পৃ. ৫, ৭
৭. দি অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৭
৮. পারভেজ, আলতাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১০. ঠাকুর, কার্তিক, তপসিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ইতিহাস, রায়মন পাবলিশাস, ঢাকা, ২০০৮
১১. অমলেশ, ত্রিপাঠি, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ – ১৯৪৭), আনন্দ, ১৯১৩, পৃ. ৪৬৬
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও অনুসূয়া বসু রায় চৌধুরী, পার্টিশান ইন বেঙ্গল, রিভিসিটিং দি কাস্ট কোয়েশন, ১৯৪৬ – ৪৭, সেজ, ২০১৭, পৃ. ২৫৩
১৩. রায়, দেবেশ, ১৬ আগষ্টের জুয়ো, কে আর পার্টনার? বরিশালের যোগেন মণ্ডল, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ. ১০৩০
১৪. ফেডারশান সভাপতির বিবৃতি, ১৪ ই সেপ্টেম্বর, জাগরণ ১৯৪৬
১৫. চ্যাটার্জি, জয়া, বাংলা ভাগ হল, অনুবাদ আবু জাফর, ইউ.পি.এল, ২০০৩, পৃ. ২২৯